বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

University Grants Commission of Bangladesh
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
Website: www.ugc.gov.bd

অতি জরুরি
ই-মেইল যোগে

স্মারক নং: ইউজিসি/বে:বি:/৭৬৯(০১)/২০১৮/২২১৪

তারিখ : ২৪ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০৭ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

কার্যালয়-স্মারক

বিষয়ঃ নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনলাইনে ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ, মূল্যায়ণ এবং শিক্ষার্থী ভর্তি প্রসঙ্গে।

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর চলমান ভয়াবহতা ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিগত ১৮/০৩/২০২০ তারিখ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সকল ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনলাইনে ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ, মূল্যায়ণ এবং শিক্ষার্থী ভর্তি বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি (এপিইউবি), বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্য ও অংশীজনের অংশগ্রহণে গত ৩০/০৪/২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভিডিও কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। উক্ত কনফারেন্সে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-মন্ত্রী, কমিশনের চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব, কমিশনের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি, বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি অংশগ্রহণ করেন এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি ও করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উক্ত ভিডিও কনফারেন্সে সর্বসম্মতিক্রমে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বর্তমানে বিরাজমান করোনা সংকটকালীন সময় দীর্ঘায়িত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন যেন বিঘ্নিত না হয় সে বিষয়ে কমিশন দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি সময়োপযোগী নির্দেশনা প্রস্তুতপূর্বক তা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রেরণ করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উক্ত নির্দেশনার আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম কমিশনের অনুমোদন নিয়ে গ্রহণ করবে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক প্রণীত নির্দেশনা নিম্নরূপঃ

চলমান সেমিস্টারের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে নির্দেশনা ঃ

ক) যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলমান সেমিস্টারের শিক্ষা কার্যক্রম অনলাইনে সন্তোষজনকভাবে পরিচালনা করছে, তাদের জন্য ২ (দুই) টি বিকল্প প্রস্তাব নিম্নে বর্ণিত হলো:

বিকল্প প্রস্তাব-১ঃ

১। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় চলতি সেমিস্টারেও কোর্সসমূহের অসমাপ্ত পাঠ্যসূচীর উপর অনলাইনে ক্লাস চলমান থাকবে, তবে ল্যাবরেটরিভিত্তিক সকল কোর্সের ব্যবহারিক ক্লাস করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর শ্রেণি কক্ষে সম্পন্ন করতে হবে। অনলাইনে ক্লাসের বিষয়ে স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের উপযোগী ডিজিটাল পদ্ধতিতে যে কোনো অনলাইন প্লাটফর্মের সহায়তা নিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় সকল পর্যায়ের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন চলমান নিয়ম অনুযায়ী গ্রহণ করবে।

বিকল্প প্রস্তাব-২ঃ

১। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় চলতি সেমিস্টারে কোর্সসমূহের অসমাপ্ত পাঠ্যসূচীর উপর অনলাইনে ক্লাস চলমান থাকবে। এ বিষয়ে স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের উপযোগী ডিজিটাল পদ্ধতিতে যে কোনো অনলাইন প্লাটফর্মের সহায়তা নিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। চলমান সেমিষ্টারে তত্ত্বীয় কোর্সের বিভিন্ন বিষয়ে রেজিস্ট্রিকৃত শিক্ষার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে ঐ সকল বিষয়ের অসমাপ্ত পাঠ্যসূচী (যা ৩০% মত) সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়ে গেলে এবং অনলাইনের কার্যক্রম শুরুর আগে চলমান সেমিস্টারের বিভিন্ন বিষয়ে ইতোপূর্বে ক্লাস উপস্থিতি, পারফরমেন্স, ক্লাস টেস্ট, মিড-টার্ম পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে যা মূল্যায়ন করা হয়েছে তার নম্বর এবং অনলাইনের পঠিত অংশের উপর এ্যাসাইনমেন্ট, কেইস স্টাডি, ভাইভা (ভিডিও ডিভাইস অন অবস্থায়), ভার্চুয়্যাল প্রেজেন্টেশন নিয়ে যথাযথ স্বচ্ছতা ও মান নিশ্চিত করে মূল্যায়ন সম্পন্ন করে ফলাফল প্রকাশ করা যাবে। মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন হলে পূর্বের সেমিস্টারের ফলাফল বিবেচনায় আনা যেতে পারে। সকল বিষয়ের ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকাশ করতে হবে।

৩। ল্যাবরেটরিভিত্তিক সকল কোর্সের ব্যবহারিক ক্লাস গ্রহণ, এর উপর পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরপরই অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ করে সরাসরি শ্রেণি কক্ষে সম্পন্ন করতে হবে।

উপরে বর্ণিত দুইটি বিকল্প প্রস্তাবের যে কোনো একটি গ্রহণ করতে হলে চলমান সেমিস্টারে অনলাইনে নেয়া ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ন্যূনপক্ষে ৬০% (ষাট শতাংশ) হতে হবে। যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় এ শর্ত পূরণ করেছে, কেবল তারাই উপরের দুইটি প্রস্তাবের মধ্যে থেকে যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করবে তা লিখিতভাবে কমিশনকে **আগামী ১৭ মে ২০২০** তারিখের মধ্যে জানিয়ে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

খ) যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলমান সেমিস্টারের শিক্ষা কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালনা করতে পারেনি:
যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো চলতি সেমিস্টারের অসমাপ্ত পাঠ্যসূচী সম্পন্ন করার জন্য করোনা সংকটকালীন সময়ে অনলাইনে ক্লাস নেয়া শুরু করেনি বা নিকট ভবিষ্যতে শুরু করারও পরিকল্পনা নেই, সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে চলতি সেমিস্টারের অসমাপ্ত ক্লাস, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন কী পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করবে তার একটি সুস্পষ্ট পদ্ধতি ও পরিকল্পনা লিখিতভাবে কমিশনকে **আগামী ১৭ মে ২০২০** তারিখের মধ্যে জানিয়ে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

University Grants Commission of Bangladesh
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
Website: www.ugc.gov.bd

নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি ও পরবর্তী সেমিস্টার শুরু সংক্রান্ত নির্দেশনা ঃ

১। কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রোগ্রামসমূহের অনুমোদনপত্রে বর্ণিত শর্তাদি এবং কমিশন কর্তৃক প্রণীত ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে আগামী **জুন ২০২০ সালে** অনলাইনে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা যাবে। তবে কোনোক্রমেই প্রোগ্রাম অনুমোদনপত্রের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করা যাবে না।

২। চলমান সেমিস্টারে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী সেমিস্টারের কোর্স রেজিস্ট্রেশন ও ক্লাস করার সুযোগ পাবে।

৩। পরবর্তী সেমিস্টারের ক্লাস আগামী **১লা জুলাই ২০২০ তারিখে** শুরু করা যাবে।

৪। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি বিরাজমান থাকলে পরবর্তী সেমিস্টারের ক্লাস অনলাইনে নেয়া যাবে, তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পূর্বের ন্যায় সাধারণ নিয়মেই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

সাধারণ নির্দেশনাবলীঃ

১. ক্লাস লেকচার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট/অনলাইন পোর্টালে নিয়মিতভাবে আপলোড করতে হবে। এছাড়া, প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের ই-মেইল বা সোশ্যাল মিডিয়ার (হোয়াটস অ্যাপ, ফেইসবুক, মেসেঞ্জার গ্রুপ ইত্যাদি) মাধ্যমে ক্লাস লেকচারসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস (অডিও, ভিডিও ইত্যাদি) শিক্ষার্থীদের নিকট প্রাপ্তি/পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষকদেরকে নিবিড়ভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং নিয়মিতভাবে কোর্স ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

২. যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইনে ক্লাস নেয়ার সক্ষমতা নেই সেসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনে ইউজিসি'র বিডিরেন, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং এটুআই এর সহযোগিতায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার যথেষ্ট সক্ষমতা সৃষ্টি করবে।

৩. করোনা পরিস্থিতি চলাকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পূর্বের ন্যায় নিয়মিতভাবে পরিশোধ করতে হবে।

৪. করোনা সংকটের কারণে আর্থিক অস্বচ্ছলতায় পতিত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মানবিক দিক বিবেচনায় রেখে বিদ্যমান সেশন/টিউশন/অন্যান্য ফি মওকুফ/হ্রাস/ ইনস্টলমেন্টে প্রদানের সুযোগ রাখতে হবে।

৫. করোনা সংকটকালীন সময়ে সৃষ্ট আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এ সময়ে ফি আদায়ে মানসিক চাপ প্রদান সমীচীন নয় বিধায় তা পরিহার করে তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে।

৬. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ৯(৪) ধারা অনুসরণপূর্বক বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ অবারিত করতে হবে।

৭. কোনো শিক্ষার্থী করোনা সংকটে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ায়, চরম আর্থিক অস্বচ্ছতা বা অন্য কোনো যৌক্তিক কারণে অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে না পারলে/সক্ষম না হলে তাকে পরবর্তীতে অসমাপ্ত কোর্স সম্পন্ন করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া কোনো শিক্ষার্থী তার গ্রেড (করোনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত) উন্নয়ন করতে চাইলে পরবর্তী সেমিস্টারে তাকে বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে সেই সুযোগও দিতে হবে এবং উভয় ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অতিরিক্ত ফি আরোপ করা যাবে না।

৮. শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীগণ যাতে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৯. প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান করোনা জটিলতা সংক্রান্ত ও শিক্ষার্থীদের যে কোনো অভিযোগের বিষয়ে স্ব স্ব বিভাগীয়/অনুষদের শিক্ষকদের সমন্বয়ে ৩/৪ সদস্য বিশিষ্ট আন্তঃ কমিটি গঠন করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

১০. করোনাকালীণ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার সংশোধন করতে হবে।

১১. যে কোনো পরীক্ষা গ্রহণের অন্তত পাঁচ থেকে সাত দিন পূর্বে শিক্ষার্থীদের যথানিয়মে অবহিত করতে হবে।

১২. ভবিষ্যতে করোনা পরিস্থিতির অনুরূপ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষকগণকে আইসিটির ব্যবহারে এবং অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে যাতে করে অনলাইনে কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ ক্লাসের মাধ্যমে পাঠদান সম্পন্ন করা যায়।

১৩. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমন ও ব্যাপক বিস্তার রোধকল্পে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন ও অনুসরণ করতে হবে।

১৪. এছাড়া এ সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোনো পর্যায়ে কোনো পরিবর্তন বা পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে কমিশনের পূর্ব অনুমোদন অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিদ্যমান শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সাপেক্ষে স্বচ্ছভাবে কমিশন কর্তৃক প্রণীত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে

৯/৫/২০২০

ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম
পরিচালক
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ

বিতরণ ঃ উপাচার্য/রেজিস্ট্রার

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি/ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি চিটাগং/ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ/স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ/সেন্ট্রাল উইমেন'স ইউনিভার্সিটি/ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি/আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম/আহছানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি/আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ/ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি/দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক/গণ বিশ্ববিদ্যালয়/দি পিপল'স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি/বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি/লিডিং ইউনিভার্সিটি/বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ/সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ/প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি/সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি/ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/সিটি ইউনিভার্সিটি/প্রাইম ইউনিভার্সিটি/নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ/সাউদার্ণ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ/গ্রীণ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি/ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি/দি মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি/ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি/মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি/উত্তরা ইউনিভার্সিটি/ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া/বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি/প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি/ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেস/প্রাইমএশিয়া ইউনিভার্সিটি/রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা/ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ/অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়/আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ/ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি/ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটি/হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ/বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি)/নর্থ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ/ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/ঈশাখাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ/জেড.এইচ. সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ/নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি/খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়/সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি/ফেনী ইউনিভার্সিটি/ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়/পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস (বিইউএইচএস)/চিটাগং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি/নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ/টাইমস্ ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ/নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/রাজশাহী সাইন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি (আরএসটিইউ)/শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ইউনিভার্সিটি/কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়/জার্মান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ/গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ/সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি (বিএইউএসটি), সৈয়দপুর/আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (বিএইউইটি), কাদিরাবাদ/বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (বিএআইইউএসটি), কুমিল্লা/দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্স/কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি, খুলনা/এন. পি. আই ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, চট্টগ্রাম/সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি/রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া/ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ/আনোয়ার খান মডার্ণ ইউনিভার্সিটি/জেড.এন.আর.এফ ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস/ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি/বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়/ইউনিভার্সিটি অব ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ইউনিভার্সিটি অব স্কিল এনরিচমেন্ট এন্ড টেকনোলজি।

সদয় অবগতি জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১. মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বঃ), মাধ্যমিক ও ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা।
৬. সকল পরিচালক, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা।
৭. যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), ইউজিসি, ঢাকা
৮. উপ সচিব (বিশ্বঃ-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. উপ সচিব (লিগ্যাল), ইউজিসি, ঢাকা।
১০. সিস্টেম এনালিষ্ট, আইএমসিটি বিভাগ, ইউজিসি, ঢাকা।
১১. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, ইউজিসি, ঢাকা।
১২. সিনিয়র সহকারী সচিব, সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত) মহোদয়ের দপ্তর, ইউজিসি, ঢাকা।
১৩. সকল কর্মকর্তা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ, ইউজিসি, ঢাকা।
১৪. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ, ইউজিসি, ঢাকা।
১৫. সংশ্লিষ্ট নথি/মহানথি।

07.05.2020

মোঃ নজরুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ
ই-মেইল ঃ private.ugc@gmail.com